যায়যায়দিন

তারিখ ... 28 JUL 2007 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪ ....

অবৈধ ইউনিভার্সিটি পুনঃতদন্তে গড়িমসি ইউজিসির

সাবীহা খান

অবৈধ ইউনিভার্সিটি পুনঃতদন্তে গড়িমসি করছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। অবৈধভাবে স্থাপিত ও পরিচালিত ৫৬ ইউনিভার্সিটি নিয়ে আবার তদন্ত করার কথা থাকলেও ইউজিসি এখনো তা শুরু করেনি। তবে প্রশ্নমালার ভিত্তিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। এ থেকে প্রাপ্ত তথ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে বলে কর্তৃপক্ষ বলছে।

ইউজিসির চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম যায়যায়দিনকে বলেন, এখন আমাদের কর্মকর্তাদের ওপর কাজের চাপ বেশি। কম লোক নিয়ে বেশি কাজ করতে হচ্ছে। তদন্ত কাজ করতে যে লোকের প্রয়োজন তা নেই। তবে অচিরেই অবৈধ ঘোষিত ইউনিভার্সিটি নিয়ে কাজ শুরু হবে। এদিকে ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে অনিশ্চয়তা আর উদ্বিগ্নতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে এসব ইউনিভার্সিটির প্রায় ১২ হাজার শিক্ষার্থী।

গত মে মাসে মঞ্জুরি কমিশন ৫৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখাকে অবৈধ ঘোষণা করে তালিকা প্রকাশের পর দি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ নিউকাসল ও ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে কমিশনের এ ঘোষণার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে একটি রিট পিটিশন করে। ইউজিসি সূত্রে জানা যায়, যেসব ইউনিভার্সিটি আদালতে মামলা করেছে তাদের সঙ্গে আইনি লড়াই করছে কর্তৃপক্ষ। তালিকাভুক্ত ইউনিভার্সিটি ছাড়াও মাগুরা, কিশোরগঞ্জ, ঝালকাঠিসহ বেশ কিছু জেলায় আরো ১৮টি অবৈধ ইউনিভার্সিটির সন্ধান পেয়েছে কমিশন। এসব ইউনিভার্সিটির কার্যক্রম আবার তদন্ত করার কথা ছিল ইউজিসির। কিন্তু তালিকা প্রকাশের প্রায় দুই মাস পরও আবার তদন্তের জন্য কাজ শুরু করতে পারেনি কমিশন। নজরুল ইসলাম বলেন, এসব ইউনিভার্সিটিকে কিভাবে ইতিবাচক পথে নিয়ে যাওয়া যায় তার চেষ্টা চলছে। প্রশ্নমালার ভিত্তিতে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে।

জানা যায়, এ প্রশ্নমালায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কারা শিক্ষা দিচ্ছে, মূল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কারা জড়িত, তারা ঢাকায় কি পরিবেশে পড়াশোনা করাচ্ছে প্রভৃতি বিষয়ে জানতে চাওয়া হবে। এ প্রশ্নমালা শিক্ষা

প ১৫ ›› ক ৪

অবৈধ ইউনিভার্সিটি পুনঃতদন্তে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে ইউজিসি সূত্রে জানা যায়। এসব তথ্য সংগ্রহ করার জন্য এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চিঠি দেয়া হবে।

বেশ কিছুদিন থেকে অবৈধ ইউনিভার্সিটি নিয়ে আবার তদন্ত করার কথা থাকলেও নানা জটিলতার কারণে তা হয়ে ওঠেনি বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। ইউজিসি কর্তৃপক্ষ জানায়, তালিকা প্রকাশের পর অনেক ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে দেখা করেছে। কয়েকটি ইউনিভার্সিটি আইনের সব শর্ত মানতে রাজিও হয়েছে। তবে কিছু ইউনিভার্সিটি ইউজিসির ঘোষণা অমান্য করে তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে- এ অভিযোগ খোদ ইউজিসির কাছেও এসেছে। ইউজিসি কর্তৃপক্ষ সরেজমিন সেসব প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবে বলে জানা যায়।

চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম বলেন, ৫৬টি ইউনিভার্সিটির সবার মান এক নয়। তাদের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আলাদা করে তিন থেকে পাচটি শ্রেণীতে ভাগ করে বেসরকারি ইউনিভার্সিটি অ্যাক্টের আওতায় আনা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসির অনুমোদন নেয়াসহ তাদের কার্যক্রম আইনিভাবে চালানোর জন্য সবার প্রকৃতি অনুযায়ী ফি নির্ধারণ করা হবে।

ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে অনিশ্চয়তা আর উদ্বিগ্নতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে এসব ইউনিভার্সিটির প্রায় ১২ হাজার শিক্ষার্থী। অবৈধ ঘোষিত এক ইউনিভার্সিটির ছাত্র আমীর হোসেন বলেন, ইউজিসি আমাদের ইউনিভার্সিটি অবৈধ ঘোষণা করছে কিন্তু তারা এখনো কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারছে না, আমরা কি করবো। তিন বছর ধরে এখানে পড়াশোনা করছি, কখনো শুনিনি, এ ইউনিভার্সিটি অবৈধ। হঠাৎ করে এ খবর শোনার পর বুঝতে পারছি না আমাদের ডিগ্রির কোনো মূল্য থাকবে কি থাকবে না। আমরা কোনো চাকরি পাবো কি না তাও বলতে পারছি না। এ ব্যাপারে ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম বলেন, সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই শিক্ষার্থীদের ব্যাপারটি মাথায় রাখবো।

জানা যায়, বিদেশি ইউনিভার্সিটির শাখা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে কোনো নীতিমালা নেই। তবে ২০০৫ সালে ইউজিসির তৎকালীন চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এম আসাদুজ্জামান আইন মন্ত্রণালয়ে এসব ইউনিভার্সিটির জন্য একটি নীতিমালার খসড়া পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে সময় নানা কারণে তা আর আলোর মুখ দেখেনি, আতুড় ঘরেই তার মৃত্যু হয়েছে। নীতিমালা না থাকার কারণেই গত কয়েক বছরে বেড়ে গিয়েছিল এসব ইউনিভার্সিটির কার্যক্রম। তাদের আইনের আওতায় আনার লক্ষ্যেই ২০০৭ সালে প্রস্তাবিত বেসরকারি ইউনিভার্সিটি অ্যাক্টে তাদের জন্য আলাদা অপশন রাখা হচ্ছে। এ বিধিমালার আওতায় থেকে নিয়ম অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন এবং অন্যান্য শর্ত পূরণ করে বৈধতা অর্জন করা যাবে বলে জানা যায়।